র‍্যাব-১০ এর সদস্যদের গুলিতে মোঃ রাসেল আহম্মেদ ভুট্টো নিহত হওয়ার অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন

অধিকার

গত ১১ মার্চ ২০১১ রাত ১২.৩০টার দিকে ঢাকা মহানগরীর কোতয়ালী থানাধীন ৪৫/২, প্রসন্ন পোদ্দার লেন এর বাসিন্দা মৃত নাসির উদ্দিন আহম্মেদ নেসারের ছেলে মোঃ রাসেল আহম্মেদ ভুট্টো (৩৪) কে জিন্দাবাহার এলাকায় নবাব সিরাজউদ্দৌলা পার্কের ভেতরে র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)-১০ এর ক্রাইম প্রিভেনশন কোম্পানী (সিপিসি)-৩ লালবাগ ক্যাম্পের সদস্যরা গুলি করে হত্যা করে বলে নিহতের পরিবার অভিযোগ করেছে।

রাসেলের পরিবার জানায়, রাসেলকে গত ৩ মার্চ ২০১১ সন্ধ্যা ৭.৩০ টার দিকে ঢাকা শহরের ২০, নিউ ইস্কাটন রোডের ইস্টান টাওয়ার শপিং পয়েন্টে তাঁর এক বন্ধুর দোকানের সামনে থেকে সাদাপোশাকধারী র‍্যাব সদস্যরা আটক করে নিয়ে যায়।

মানবাধিকার সংগঠন অধিকার ঘটনাটি সরজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে–

- নিহতের আত্মীয়স্বজন
- প্রত্যক্ষদর্শী
- ময়না তদন্তকারী ডাক্তার
- মর্গ-সহকারী এবং
- আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে।

ছবিঃ মোঃ রাসেল আহম্মেদ ভুট্টো

রোকসানা আক্তার (৩৩), রাসেলের বোন

রোকসানা আক্তার অধিকারকে বলেন, তাঁর ভাই রাসেল ৩ মার্চ ২০১১ বিকাল ৪.০০টার দিকে বাড়ী থেকে বের হয়ে নিউ ইস্কাটন রোডে আলাউদ্দিন মোটর পার্টস নামে নিজ দোকানে যায়। দোকানটি রাসেল এবং তাঁর কর্মচারী মোবারক হোসেন মিলে চালাতো।

৩ মার্চ ২০১১ সন্ধ্যা ৭.৪০টায় দোকানের কর্মচারী মোবারক হোসেন মোবাইল ফোনে তাঁকে জানান, সন্ধ্যা ৭.৩০টার দিকে রাসেলকে ২০, নিউ ইস্কাটন রোডের ইর্স্টান টাওয়ার শপিং পয়েন্টের সামনে থেকে সাদাপোশাকধারী র‌্যাব সদস্যরা তুলে করে নিয়ে গেছে। এ খবর শুনে তিনি আত্মীয়স্বজনকে বিষয়টি মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জানান। এছাড়া তিনি তাঁর বড় বোন নাসরিন আক্তারকে সঙ্গে নিয়ে কোতয়ালী থানা, র‌্যাব-১০, র‌্যাব-৩ এবং র‌্যাব হেডকোয়ার্টারে গিয়ে খোঁজ করেন। কর্তব্যরত পুলিশ ও র‌্যাব সদস্যরা রাসেলকে গ্রেপ্তারের কথা অস্বীকার করেন। এ ব্যাপারে রোকসানা রমনা থানায় মামলা করতে গেলে পুলিশ র‌্যাব সদস্যদের বিরুদ্ধে মামলা নেয়নি। পরে তিনি একটি সাধারণ ডায়রি করতে চাইলেও তা পুলিশ গ্রহণ করেনি। তিনি জানান, রাসেলের নামে ইতিপূর্বে দায়ের করা পাঁচটি মামলার মধ্যে তিনটি মামলায় রাসেল নির্দোষ প্রমাণিত হলে আদালত থেকে খালাস পান। বাকি দুইটি মামলা আদালতে বিচারাধীন অবস্থায় রয়েছে বলে তিনি জানান।

রোকসানা বলেন, গত ১১ মার্চ ২০১১ রাত ১২.৩০ টার দিকে বাড়ীর পাশে নবাব সিরাজউদ্দৌলা পার্কের দিক থেকে কয়েকটি গুলির আওয়াজ হয়। কয়েক মিনিট পরেই সুইপার কলোনীর জ্যোৎস্না নামে তাঁর পরিচিত এক মেয়ে এসে তাঁকে জানান যে, তিনি নবাব সিরাজউদ্দৌলা পার্কের গেটে ল্যাম্প পোস্টের নিচে পিঠা বানিয়ে বিক্রি করছিলেন। এ সময় একটি সাদা মাইক্রোবাস এসে পার্কের গেটে থামে। মাইক্রোবাস থেকে কালো কাপড়ে চোখ এবং মুখ বাঁধা অবস্থায় এক লোককে সঙ্গে নিয়ে সাদাপোশাক পরিহিত এবং র‌্যাবের পোশাকে কয়েকজন লোক নামে। তখন রাস্তা দিয়ে অনেক লোক চলাচল করছিল। র‌্যাব সদস্যদের দেখে সবাই দুরে সরে যায়। র‌্যাব সদস্যরা ওই ব্যক্তির মুখের বাঁধন খুলে একটি পানির বোতল এবং ফল তাঁর হাতে দেয়। তখন জ্যোৎস্না রাসেলকে চিনতে পারেন। রাসেল পানি খেলেও ফল খায়নি। কিছুক্ষণ পরে রাসেলকে পার্কের মধ্যে নিয়ে জিন্দাবাহার জামে মসজিদের দেয়ালের সাথে দাঁড় করিয়ে র‌্যাব সদস্যরা গুলি করে।

জ্যোৎস্নার কথা শুনে রোকসানা তখন পার্কের কাছে যান এবং বেশ কয়েকজন র‌্যাব সদস্যকে পার্কের মধ্যে একটি লোককে ঘিরে রাখতে দেখেন। সেখানে গিয়ে তিনি দেখেন, রাসেল গুলিবিদ্ধ অবস্থায় জিন্দাবাহার জামে মসজিদের দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে বসা অবস্থায় রয়েছে। এ সময় তিনি দেখেন একজন র‌্যাব সদস্য রাসেলের হাতে অস্ত্র দিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছে। ততক্ষণে রাসেল মারা গেছেন বলে তিনি ধারণা করেন। রাসেলের বাম কানে একটি গুলি লেগে রক্ত ঝরছিল। পরে র‌্যাব সদস্যরা তাঁকে সেখান থেকে সরিয়ে দেয়। র‌্যাব

সদস্যদের অসৌজন্যমূলক আচরণের কারণে তিনি বাসায় চলে যান। দুপুরের দিকে তিনি লাশ আনার জন্যে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতালে যান। ময়না তদন্ত শেষে সন্ধ্যা ৭.০০টার দিকে লাশ নিয়ে বাসায় ফেরেন। ১১ মার্চ ২০১১ লাশের জানাযা শেষে রাত ৮.০০টার দিকে আজিমপুর কবরস্থানে রাসেলকে দাফন করা হয়।

মোঃ আতোয়ার রহমান (২৭), প্রত্যক্ষদর্শী

মোঃ আতোয়ার রহমান অধিকারকে বলেন, ১১ মার্চ ২০১১ রাত ১২.০০টার দিকে সিগারেট কেনার জন্যে নবাব সিরাজউদ্দৌলা পার্কের পাশ দিয়ে দোকানে যাচ্ছিলেন। প্রায় ৩০ মিনিট পরে বাসায় ফেরার সময় পার্কের মধ্যে র‍্যাবের পোশাক পরা ৭/৮জন র‍্যাব সদস্যকে ধর ধর বলতে শোনেন তিনি। এর পরপরই ৪/৫টি গুলির শব্দ হয়। গুলির শব্দ হওয়ায় পার্কের চারদিকের আবাসিক লোকজন এবং দোকান কর্মচারীরা পার্কে ছুটে আসে। তিনিও পার্কের ভেতরে ঢুকে পরেন। পরে র‍্যাব সদস্যরা উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন, র‍্যাবের তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী রাসেল আহম্মেদ ভুট্টোর সঙ্গে তাদের গোলাগুলি হয়। রাসেলের সহযোগীদের গুলিতে রাসেল মারা গেছে বলে তারা উপস্থিত জনসাধারণকে একটি লাশ দেখায়। তিনি ল্যাম্প পোস্টের আলোতে দেখতে পান, লাশের বাম কানে একটি ছিদ্র, যা দিয়ে অনর্গল রক্ত বের হচ্ছিল। এছাড়া লাশের চারপাশে রক্ত ছিটানো রয়েছে। এক র‍্যাব সদস্য আতোয়ার রহমানকে ডেকে একটি লেখা কাগজে স্বাক্ষর করতে বলেন। তিনি সেই কাগজটিতে স্বাক্ষর করেন। কাগজে কি লেখা ছিল র‍্যাব সদস্যদের ভয়ে তিনি পড়ে দেখেননি বলে জানান।

মোঃ রেয়াজ উদ্দিন (৩৬), প্রত্যক্ষদর্শী

মোঃ রেয়াজ উদ্দিন অধিকারকে জানান, ১১ মার্চ ২০১১ রাতে নবাব সিরাজউদ্দৌলা পার্ক সংলগ্ন নিজের বাড়ীর দ্বিতীয় তলায় ঘুমিয়ে ছিলেন। রাত ১২.৩০টার দিকে পার্কের মধ্যে প্রায় ৪/৫টি গুলির শব্দ হলে তাতে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়। তিনি ঘর থেকেই জানালা দিয়ে তাকিয়ে ল্যাম্প পোস্টের আলোতে কয়েকজন র‍্যাব সদস্যকে দেখতে পান। তারা পার্কের মধ্যে ধর ধর শব্দ করে চারদিকে ছুটাছুটি করছিল। গুলির শব্দে আশপাশের বাড়ির লোকজন ও দোকান কর্মচারীরা পার্কের ভেতরে ঢুকতে থাকে। তিনিও পার্কের ভেতরে ঢুকে তাঁর পূর্ব পরিচিত রাসেলকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। কিছুক্ষণ পরেই র‍্যাবের আরো পিকআপ পার্কের কাছে আসে এবং সকালের দিকে কোতয়ালী থানার পুলিশ সদস্যরা লাশ নিয়ে চলে যায়।

মোঃ দীন ইসলাম (৩৮), রাসেলের পূর্ব পরিচিত

মোঃ দীন ইসলাম অধিকারকে বলেন, কোতয়ালী থানাধীন প্রসন্ন পোদ্দার লেন এলাকার বাসিন্দা রাসেল আহম্মেদ ভুট্টো মাঝে মধ্যে প্রাইভেট কার মেরামত করতে ইস্টান টাওয়ার শপিং পয়েন্টের তৈয়ব কার অটো সেন্টার নামে তাঁর দোকানে আসতেন। এ কারেণে রাসেল ও রাসেলের দোকানের কর্মচারী মোবারকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল।

গত ৩ মার্চ ২০১১ সন্ধ্যা ৬.০০টার দিকে রাসেল ও মোবারক তাঁর দোকানে আসেন। প্রাইভেট কারের বিভিন্ন যন্ত্রাংশের দরদাম নিয়ে দোকানের ভেতরে বসে তাঁরা দুজন আলোচনা করেন। সন্ধ্যা ৭.২০টায় দুইজন ক্রেতা তাঁর দোকানে আসেন। তারা মাইক্রোবাসের সিট কাভারের দরদাম করে চলে যান। এ সময় রাসেল মোবারককে পান ও সিগারেট আনতে মেইন রাস্তায় পাঠান। মোবারক পান সিগারেট আনতে দেরী করায় রাসেল দোকান থেকে বের হয়ে মেইন রাস্তায় যান। কিছুক্ষণ পর মোবারক এসে দীন ইসলামকে জানান, তিনি পান ও সিগারেট কেনার জন্যে মেইন রাস্তায় গেলে ১২ সিটের একটি সাদা মাইক্রোবাসে ২জন লোক দেখেন। রাসেল রাস্তায় যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাইক্রোবাসের ভেতরে থাকা দুইজন এবং রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা দুইজন মোট ৪জন মিলে রাসেলকে ঝাপটে ধরে জোরপূর্বক গাড়ীতে তোলে। এ সময় রাসেল ঐ ব্যক্তিদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছিলেন এবং তাদের পরিচয় জানতে চেয়েছিলেন। ওই চার ব্যক্তি রাসেলের কোন কথাই শোনেনি। একথা শুনে দীন ইসলাম মেইন রাস্তায় ছুটে গিয়ে দেখেন সাদা মাইক্রোবাসটি অনেক দূরে চলে গেছে।

মোঃ মোবারক হোসেন (২৭), রাসেলের দোকানের কর্মচারী

মোঃ মোবারক হোসেন অধিকারকে বলেন, ৩ মার্চ ২০১১ বিকাল ৬.০০টার দিকে রাসেলের সঙ্গে ২০, নিউ ইস্কাটন রোডে ইস্টান টাওয়ার শপিং পয়েন্টে দীন ইসলামের দোকানে যান। দীন ইসলাম ও রাসেল দোকানের ভেতরে বসে কথা বলছিলেন। এ সময় দুইজন লোক এসে দীন ইসলামের কাছে সিট কভারের দরদাম করেন। রাসেল মোবারককে পান-সিগারেট কিনে আনতে পাঠান। রাসেলের কথামত তিনি পান আর সিগারেট কিনতে মেইন রাস্তায় যান। পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দেখেন, একটি সাদা মাইক্রোবাসে দুইজন লোক। কয়েক মিনিট পরেই রাসেল দীন ইসলামের দোকান থেকে বের হয়ে মেইন রাস্তায় আসেন। সঙ্গে সঙ্গে মাইক্রোবাসের ভেতরে থাকা ২জন লোক রাস্তায় নামে এবং দীন ইসলামের দোকানে ক্রেতা হিসেবে যাওয়া ওই দুই ব্যক্তিসহ ৪জন মিলে রাসেলকে ঝাপটে ধরে টেনে হেঁচড়ে মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে চলে যায়। তিনি রাসেলকে তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা দৌঁড়ে গিয়ে দীন ইসলামকে জানান। পরে তিনি রাসেলের বোন রোকসানা আক্তারকে মোবাইল ফোনে এ খবর দেন। মোবারক জানান, রাসেলকে র‌্যাব সদস্যরা নবাব সিরাজউদ্দৌলা পার্কে গুলি করে হত্যা করেছে বলে ১১ মার্চ ২০১১ সকাল ৮.০০টায় রাসেলের বোন রোকসানার কাছ থেকে জানতে পারেন।

এসআই ইয়াসিন, কোতয়ালী থানা, ডিএমপি, ঢাকা

এসআই ইয়াসিন অধিকারকে জানান, ১১ মার্চ ২০১১ কোতয়ালী থানার মোবাইল কমান্ড সার্টিফিকেট (এমসিসি) নম্বর ৬৪৮/১১ অনুযায়ী সকাল ৮.৩০টার দিকে নবাব সিরাজউদ্দৌলা পার্কে যান। সেখানে র‌্যাব ও পুলিশ সদস্যদের পাহাড়ায় রাসেল আহম্মেদ ভুট্টো নামে এক লোকের লাশ দেখতে পান। ঢাকা জেলা প্রশাসকের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ সেলিম হোসেনের উপস্থিতিতে তিনি লাশের সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করেন।

সুরতহাল রিপোর্টে তিনি উল্লেখ করেন, রাসেলের নাক দিয়ে রক্ত বের হয়েছিল। বাম কানে একটি গুলির ছিদ্র ছিল। ডান হাঁটুতে পুরাতন কাটা দাগ ছিল। পুরুষাঙ্গে বীর্য বের হয়েছিল। রাসেলের পরনে ছিল ছাই রঙের গেঞ্জি ও নীল রঙের জিন্সের প্যান্ট। শরীরে আর কোন নির্যাতনের চিহ্ন দেখেননি। কনস্টেবল জসিম উদ্দিনের মাধ্যমে ময়না তদন্তের জন্যে লাশটি স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতালে পাঠান। তিনি বলেন, ময়না তদন্ত শেষে রাসেলের বোন রোকসানা হাসপাতাল থেকে লাশ নিয়ে যান।

উমেশ চন্দ্র সিংহ, উপ-সহকারী পরিচালক, র‍্যাব-১০, সিপিসি-৩, লালবাগ ক্যাম্প, ঢাকা

উমেশ চন্দ্র সিংহ অধিকারকে জানান, র‍্যাব সদস্যদের নিয়ে তিনি কোতয়ালী থানার জিন্দাবাহার নবাব সিরাজউদ্দৌলা পার্ক এলাকায় বিশেষ অভিযানে ডিউটি করছিলেন। ১১ মার্চ ২০১১ রাত ১২.৩০টার দিকে পার্কের ভেতরে কিছু লোককে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখেন। র‍্যাব সদস্যরা চ্যালেঞ্জ করলে ওই ব্যক্তিরা র‍্যাব সদস্যদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে। তখন মেজর হারুন উর রশিদের নির্দেশে সরকারী সম্পদ এবং জানমাল রক্ষার্থে র‍্যাব সদস্যরা পাল্টা গুলি ছুঁড়ে। উভয়ের মধ্যে ৪/৫ মিনিট গুলি বিনিময় হয়। দুর্বৃত্তদের ছুঁড়ে মারা ককটেলে মেজর হারুন উর রশিদ বাম হাতে আঘাত প্রাপ্ত হন। পরে সন্ত্রাসীরা গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে পালিয়ে যায়। ককটেল বিস্ফোরণের শব্দ এবং হট্টগোলে এলাকাবাসী ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। টর্চ লাইটের আলোতে নবাব সিরাজউদ্দৌলা পার্কের জিন্দাবাহার জামে মসজিদের পাশে গুলিবিদ্ধ এক ব্যক্তির লাশ দেখতে পান। মৃত ব্যক্তির ডান হাতে ৪রাউন্ড গুলিসহ পাকিস্তানের তৈরি একটি রিভলবার ও একটি গুলির খোসা পান। পরে তিনি একটি জব্দ তালিকা তৈরি করেন। এলাকার লোকজন তাঁকে জানান, মৃত ব্যক্তির নাম রাসেল আহম্মেদ ভূট্টো। রাসেল কোতয়ালী ও বংশাল থানা এলাকার কুখ্যাত খুনী এবং চাঁদাবাজ বলে পরিচিত।

এ ঘটনায় তিনি বাদী হয়ে ১১ মার্চ ২০১১ কোতয়ালী থানায় দুইটি মামলা দায়ের করেন। মামলা নম্বর ১৮; তারিখঃ ১১/০৩/২০১১। ধারাঃ ১৮৭৮ সনের অস্ত্র আইনের ১৯-এ তৎসহ ১৯০৮ সংশোধনী ২০০২ সালের বিস্ফোরক উপাদানবলী আইনের ৩-ক। মামলাটির এজাহারে তিনি উল্লেখ করেছেন, আসামী রাসেল আহম্মেদ ভুট্টো (৩৪), পিতাঃ মৃত নেসার আহম্মেদ ওরফে নাসির উদ্দিন সাং ৪৫/১, প্রসন্ন পোদ্দার লেন, থানা-কোতয়ালী, ঢাকা, একজন পলাতক অপরাধী। রাসেলের নামে ৬টি হত্যা মামলাসহ ১০টিরও অধিক মামলা রয়েছে বলে তিনি এজাহারে উল্লেখ করেছেন। একই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনি আরো একটি মামলা করেন। যার নম্বর ১৯; তারিখঃ ১১/০৩/২০১১। ধারাঃ ৩৫৩/৩৩২/৩০৭/৩০২/৩৪ দ-বিধি।

মোহাম্মদ সামসুদ্দীন, সাব-ইন্সপেক্টর, ইনচার্জ, নয়া সড়ক পুলিশ ফাঁড়ি, কোতওয়ালী, ডিএমপি, ঢাকা

নয়া সড়ক পুলিশ ফাঁড়ি ইনচার্জ মোহাম্মদ সামসুদ্দীন অধিকারকে জানান, ১১ মার্চ ২০১১ র‍্যাব-১০ এর লালবাগ ক্যাম্পের উপ-সহকারী পরিচালক উমেশ চন্দ্র সিংহ বাদী হয়ে কোতয়ালী থানায় দুইটি মামলা দায়ের করেন। মামলা দুইটির এজাহারে বাদী উল্লেখ করেছেন, আসামী রাসেল আহম্মেদ ভুট্টো (৩৪), পিতাঃ মৃত নেসার আহম্মেদ ওরফে নাসির উদ্দিন সাং ৪৫/১, প্রসন্ন পোদ্দার লেন, থানা-কোতয়ালী ডিএপি, ঢাকা সহ ৫/৬জন অজ্ঞাতনামা পলাতক অপরাধী। মামলা দুইটি তদন্তানাধীন থাকায় তিনি আর কিছু বলতে রাজি হননি।

মেজর হারুন উর রশিদ, কোম্পানী কমা-ার, সিপিসি-৩, লালবাগ ক্যাম্প, র‍্যাব-১০, ঢাকা অধিকার এর প্রতিনিধি রাসেলের ব্যাপারে র‍্যাব-১০ এর কোম্পানী কমান্ডার মেজর হারুন উর রশিদ এর সঙ্গে কথা বলতে চাইলে তিনি কোন কথা বলতে রাজি হননি।

মেজর মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, উপ-পরিচালক, লিগ্যাল এন্ড মিডিয়া উইং, র‍্যাব হেডকোয়াটার্স

মেজর মোঃ সাখাওয়াত হোসেন অধিকারকে জানান, গত ১১ মার্চ ২০১১ র‍্যাব-১০ এর লালবাগ ক্যাম্পের সদস্যদের সঙ্গে বন্ধুকযুদ্ধে রাসেল আহম্মেদ ভুট্টো মারা গেছেন। সে পুলিশের তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী ছিল। রাসেলের নামে কোতয়ালী ও সূত্রাপুর থানায় ৮টি মামলা ছিল বলে তিনি জানান। কোতয়ালী থানার মামলা নম্বর ৬২(৫)২০০২; ১৯(৬)১৯৯১; ১৫(৩)১৯৯৪; ৮(২)২০০৩; ১১(২)২০০৪; ৪১(৮)২০০৯ এবং সুত্রাপুর থানার মামলা নম্বর ১৯(৩)২০০৩ ও ৬৬(৩)২০০৪। তিনি আরো জানান, রাসেলকে র‍্যাব সদস্যরা গ্রেপ্তার করেনি।

ডাঃ মোঃ সরোয়ার হোসেন, রাসেলের ময়না তদন্তকারী ডাক্তার

রাসেলের ময়না তদন্তকারী ডাক্তার মোঃ সরোয়ার হোসেনের সঙ্গে ময়না তদন্তের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি কিছু না বলে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতালের ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডাঃ মোঃ বেলায়েত হোসেন খানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন।

ডাঃ মোঃ বেলায়েত হোসেন খান, বিভাগীয় প্রধান, ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগ, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল, ঢাকা

ডাঃ মোঃ বেলায়েত হোসেন খানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি রাসেলের ময়না তদন্ত সর্ম্পকে কথা বলতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

সুমন, মর্গ-ইনচার্জ, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল, ঢাকা

সুমন অধিকারকে বলেন, ১১ মার্চ ২০১১ সকালের দিকে কোতয়ালী থানার পুলিশ কনস্টেবল জসিম উদ্দিন গুলিবিদ্ধ একটি লাশ মর্গে আনেন। পুলিশের সিসিতে লেখাছিল লাশটি রাসেল আহম্মেদ ভুট্টোর (৩৪)। পিতাঃ মৃত নাসির উদ্দিন আহম্মেদ ওরফে নেসার, ঠিকানা-৪৫/১, প্রসন্ন পোদ্দার লেন, কোতয়ালী, ঢাকা। যার ময়না তদন্ত করেন ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের প্রভাষক ডাঃ মোঃ সরোয়ার হোসেন। ময়না তদন্ত নম্বর ৭৯; তারিখ-১১/০৩/২০১১। ময়না তদন্ত শেষে নিহতের বোন রোকসানা আক্তার লাশ নিয়ে যান।

তথ্যানুসন্ধান এর বিশ্লেষণঃ

তথ্যানুসন্ধানকালে পুলিশ সদস্য, র‍্যাব এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্যের মধ্যে অমিল লক্ষ্য করা গেছে। রাসেলের পরিবার এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, রাসেলকে ৩ মার্চ ২০১১ বাংলামটর এলাকার নিউ ইস্কাটন রোড থেকে সাদাপোশাকধারী র‍্যাব সদস্যরা জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যায় এবং ১১ মার্চ ২০১১ কোতয়ালী থানাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা পার্কে এনে গুলি করে হত্যা করে। কিন্তু র‍্যাব সদস্যরা রাসেলকে আটক করে আনার কথা অস্বীকার করে। র‍্যাবের ভাষ্য, তারা রাসেলকে গ্রেপ্তার করেনি। নবাব সিরাজউদ্দৌলা পার্ক এলাকায় র‍্যাব-১০ এর লালবাগ ক্যাম্পের একটি টিম বিশেষ ডিউটি করছিল। এ সময় পার্কে একদল অপরাধীর সঙ্গে বন্ধুকযুদ্ধে রাসেল মারা গেছে।

এদিকে র‍্যাব ও পুলিশের খাতায় রাসেলের ঠিকানা ৪৫/১, প্রসন্ন পোদ্দার লেন লেখা হয়েছে। কিন্তু রাসেলের প্রকৃত ঠিকানা ৪৫/২, প্রসন্ন পোদ্দার লেন। অধিকার এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি বিধানের জন্যে সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছে।

-সমাপ্ত-